





বাংলা দ্বিতীয় পত্ৰ

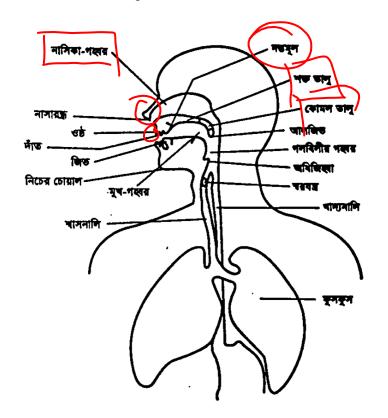
বাগযন্ত্র





• বাগযন্ত্র

ধ্বনি উচ্চারণ করতে যেসব প্রত্যঙ্গ কাজে লাগে, সেগুলোকে একত্রে বাগযন্ত্র বলে। মানবদেহের উপরিভাগে অবস্থিত ফুসফুস থেকে শুরু করে ঠোঁট পর্যন্ত ধ্বনি উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রতিটি প্রত্যঙ্গই বাগযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। বাগযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ নিচের ছবিতে দেখানো হলো এবং এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো।







(ফুসফুস

ধ্বদি সৃষ্টিকারী বায়ুপ্রবাহের উৎস্ফুসফুস। ফুসফুস শ্বাস গ্রন্থণ ও ত্র্পাগ করে। মূলত শ্বাস ত্যোগের মাধ্যমে ধ্বনি উৎপন্ন হয়।

५ श्वाप्रतालि

ফুসফুস থেকে বাতাস শ্বাসনালি হয়ে মুখবিবর ও নাসারন্ধ্র দিয়ে বের হয়ে আসে।





• স্বরযন্ত্র

শ্বাসনালির উপরের অংশে স্বরযন্ত্রের অবস্থান। মেরুদণ্ডের ৪, ৫ ও ৬ সং অস্থির পাশে থাকা এই অংশটি নলের মতো। বাতাস স্বরযন্ত্রের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে বলে ধ্বনির সৃষ্টি হয়। অধিজিহ্বা, স্বরবন্ধ্র, ধ্বনিদ্বার ইত্যাদি স্বরযন্ত্রের অংশ।

• জিহ্বা

মুখগন্ধরের নিচের অংশে জিন্বার অবস্থান। বাগযন্ত্রের মধ্যে জিন্বা সবচেয়ে সচল ও সক্রিয় প্রত্যঙ্গ। জিন্বার উচ্চতা অনুযায়ী, সম্মুখ-পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী এবং মুখগন্বরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে জিন্বার স্পর্শের প্রকৃতি অনুযায়ী ধ্বনির বৈচিত্র্য তৈরি হয়।

• আলজিভ

মুখগত্বরের কোমল তালুর পিছনে ঝুলন্ত মাংসপিণ্ডের নাম আলজিভ। ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে কোমল তালুর সঙ্গে আলজিভ নিচে নেমে এলে বাতাস মুখ দিয়ে পুরোপুরি বের না হয়ে খানিকটা নাক দিয়ে বের হয়। এর ফলে নাসিক্য ধ্বনি তৈরি হয়।





• তালু

মুখবিবরের ছাদকে বলা হয়, তালু। তার দুটি অংশ - কোমল তালু ও সুক্ত তালু। অনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণে কোমল তালু নিচে নামে। কোমল তালু ও জিহ্বামূলের স্পর্শে কণ্ঠ্যধ্বনি উচ্চারিত হয়। দন্তমূলের শুরু থেকে কোমল তালু পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে বলা হয় শক্ততালু।

• (মূর্ধা

শক্ত তালু ও উপরের পাটির দাঁতের মধ্যবর্তী উত্তল অংশকে মূর্ধা বলে। কোনো কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে সময়ে জিহ্বা মূর্ধাকে স্পর্শ করে।

• দন্তমূল ও দন্ত

দাঁতের গোড়ার নাম দন্তমূল। উপরের পাটির দন্তমূল ও দাঁতের সঙ্গে জিহ্বার স্পর্শে বেশ কিছু ধ্বনি উৎপত্তি হয়।





• (ওম্ব

বাকপ্রত্যঙ্গের সবচেয়ে বাইরের অংশের নাম ওষ্ঠ বা ঠোঁট। ওষ্ঠের মধ্যকার ফাঁকের কম-বেশির ভিত্তিকে স্বরধ্বনিকে সংবৃত ও বিবৃত এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এছাড়া ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করতে ওষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নাসিকা

মুখগত্বরের পাশাপাশি নাসিকা বা নাকের ছিদ্র দিয়ে বাতাস বের হয়েও ধ্বনি উৎপন্ন হয়।



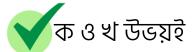


১. ফুসফুস থেকে তৈরি বাতাস কীসের মাধ্যমে বের হয়?

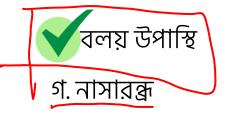
ক্ল. নাসারন্ধ্র

গ. তালু

খ্র. মুখবিবর



২. স্বরযন্ত্রের কোন অংশে ধ্বনি তৈরিতে সরাসরি ভূমিকা পালন করে-



খ. মুখবিবর

ঘ. নাসিকা





৩। ধ্বনি উচ্চারণ করতে যেসব প্রত্যঙ্গ কাজে লাগে, সেগুলোকে একত্রে কী বলে?

ক.বাসারন্ধ্র

*****.বলয় উপাস্থি

গ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ



৪. ধ্বনি সৃষ্টিকারী বায়ুপ্রবাহের উৎস কোনটি?



খ্র. মুখবিবর

<u> গ.</u> নাসারন্ধ্র

ঘ. নাসিকা





10 MINUTE SCHOOL

৫। কীভাবে ধ্বনি উৎপন্ন হয়?

ক্সপ্রাস গ্রহণের মাধ্যমে

গ. অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এর মাধ্যমে

শ্বাস ত্যাগের মাধ্যমে

্ঘ. বাগযন্ত্র এর মাধ্যমে

৬। ফুসফুস থেকে বাতাস কীভাবে মুখবিবর ও নাসারন্ধ্র দিয়ে বের হয়ে আসে?

ক. কন্ঠনালি হয়ে

শ্বাসনালি হয়ে

খৃ. মুখবিবর হয়ে

ঘৃ. নাসিকা হয়ে





৭। নিচের কোনগুলো স্বরযন্ত্রের অংশ?

কু অধিজিগ্না ত্যি দি

্গু ধ্বনিদ্বার

খ ধ্ররবন্ধ

৮। বাগযন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সচল ও সক্রিয় প্রত্যঙ্গ কোনটি?

′ক. কন্ঠনালি

৺খ. মুখবিবর

থ. নাসিকা





৯। নাসিক্য ধ্বনি তৈরি হয় কীসের ফলে?



প. ধ্বনিদ্বার

খ. স্বররন্ধ্র

ঘ. উপরের সবগুলো

১০০ কোমল তালু ও জিহ্বামূলের পির্শে কী উচ্চারিত হয়?



গ. ওষ্ঠ্যধ্বনি

খ. স্পর্শধ্বনি

ঘ. অনুনাসিক ধ্বনি





১১। কোনো কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিত্বা নিচের কোনটিকে স্পর্শ করে?

ক. আলজিভ

খ. স্বররন্ধ্র

গ. ধ্বনিদ্বার



১২। ওর্ছের মধ্যকার ফাঁকের কম-বেশির ভিত্তিতে স্বরধ্বনিকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?



খ. ৩ ভাগে

গ. ৪ ভাগে

ঘ. ৫ ভাগে







১৩। বাকপ্রত্যঙ্গের সবচেয়ে বাইরের অংশের নাম কী?

ক. আলজিভ

গ. জিহ্বা

খ. দাঁত



১৪। মুখবিবরের ছাদকে কী বলা হয়?



গ. মূর্ধা

খ. ঠোঁট

ঘ. জিহ্বা





১৫। দন্তমূলের শুরু থেকে কোমল তালু পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে কী বলা হয়?

ক. আলজিভ

গ. জিহ্বা

থ. জিহ্বামূল

শক্ততালু













বাংলা দ্বিতীয় পত্ৰ



ধ্বনি ও বর্ণ





ভাষার ক্ষুদ্রতম একককে ধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় **৩৭**টি মৌলিক ধ্বনি রয়েছে। এই ধ্বনিগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়: স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি।

মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি:

्रि], [এ], [जुर्गा], [ज्रा], [ज्र], [अ], [उ],

এবং, মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি:

[প], [ফ], [ব], [ভ], [ত], [থ], [দ], [ধ], [ট], [হ], [ঢ], [ঢ], [চ], [ছ], [জ], [ঝ], [ক], [খ], [গ], [হ], [হ], [ম], [ন], [ঙ], [ম], [শ], [হ], [ল], [র], [ড়], [ঢ়]।





যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে বায়ু মুখগত্বরের কোথাও বাধা পায় না, সেগুলোকে স্বরধ্বনি বলে। অন্যদিকে যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে বায়ু মুখের বাইরে বের হওয়ার আগে বাকপ্রত্যঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বাধা পায়, সেগুলোকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। ধ্বনির প্রতীককে বলা হয় বর্ণ।

ভাষার সবগুলো বর্ণকে একত্রে বলা হয় বর্ণমালা। ধ্বনির বিভাজন অনুযায়ী বর্ণমালাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। স্বরধ্বনির প্রতীক স্বরবর্ণ। ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতীক ব্যঞ্জনবর্ণ। বাংলা বর্ণমালায় মূল বর্ণের সংখ্যা ৫০টি। তবে মূল বর্ণের পাশাপাশি বাংলা বর্ণমালায় রয়েছে নানা ধরনের কারবর্ণ, অনুবর্ণ, যুক্তবর্ণ ও সংখ্যাবর্ণ। মূল বর্ণগুলো স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণে বিভক্ত।

ষ্ববর্ণ: অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ = ১১টি ব্যঞ্জনবর্ণ: কখ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ ড় ঢ় য় ং ং ঃ ঁ = ৩৯টি





অনুবৰ্ণ

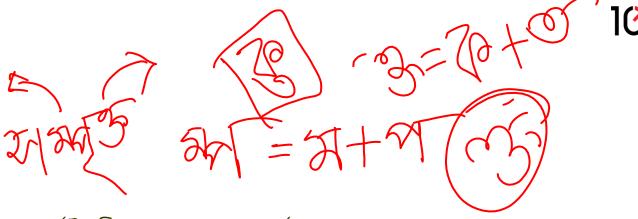
ব্যম্ভনবর্ণের বিকল্প রূপের নাম অনুবর্ণ। অনুবর্ণের মধ্যে রয়েছে ফলা, রেফ ও বর্ণসংক্ষেপ। ফলা: ব্যঞ্জনবর্ণের কিছু সংক্ষিপ্ত রূপ অন্য ব্যঞ্জনের নিচে অথবা ডান পাশে ঝুলে থাকে, সেগুলোকে ফলা মলে, যেমন - ন-ফলা, ব-ফলা, ম-ফলা, য-ফলা, র-ফলা, ল-ফলা)।

র্বেফ: ব্ল-এর একটি অনুবর্ণ [রেফ]।

বর্ণসংক্ষেপ: যুক্তবর্ণ লিখতে অনেক সময়ে বর্ণকে সংক্ষেপ করার প্রয়োজন হয়। এগুলো বর্ণসংক্ষেপ।

যেমন -(৬), ইত্যাদি। এছাড়া ९ বর্ণটি তি এর একটি বর্ণসংক্ষেপ, যা বাংলা বর্ণমালায় স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে স্বীকৃত।





যুক্তবর্ণ

একাধিক বর্ণ যুক্ত হয়ে যুক্তবর্ণ তৈরি হয়। যুক্ত হওয়া বর্ণগুলো দেখে কখনো সহজে চেনা যায়, কখনো সহজে চেনা যায় না। এদিক দিয়ে যুক্তবর্ণ দুই রক্ষ স্বচ্ছ ও জুক্ছ।

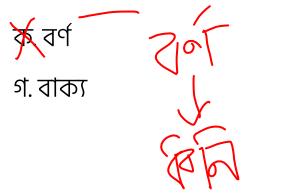
সংখ্যাবর্ণ

বাংলা ভাষায় সংখ্যা নির্দেশের জন্য দশটি সংখ্যাবর্ণ রয়েছে। যথাঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০



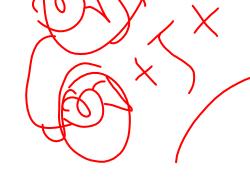


১. ভাষার ক্ষুদ্রতম একককে কী বলে?



খ. শব্দ





২. বাংলা ভাষায় মৌলিক ধ্বনি কয়টি?



খ. ১১ টি

গ. ৩৯ টি

ঘ. ৫০ টি





৩। ধ্বনির প্রতীককে কী বলে?

্য. বণ

প্ৰাক্য

🗶 শব্দ

🕱 ধ্বনি

৪. যেসব প্বনি ট্রচ্চারণের সময় বায়ু মুখগত্বরের কোথাও বাঁধা পায় না তাকে কী বলে?

ক কণ্ঠধ্বনি

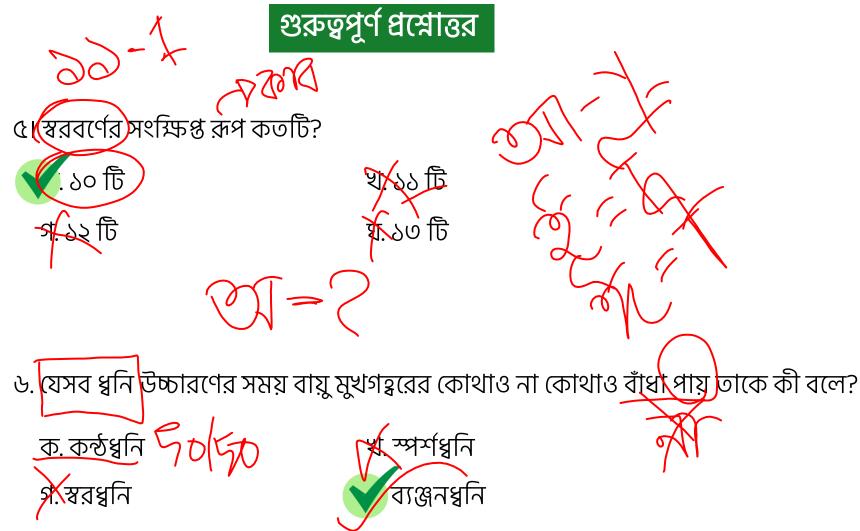
' স্বরধ্বনি

💥 স্পর্শধ্বনি

श्रे. वेरञ्जनश्वनि













৭। ব্যঞ্জনধ্বনির অপর নাম কী?





৮। মৌলিক স্বরধ্বনি কতটি?



খ. ৬ টি

ঘ. ৮ টি







৯। বাংলা ভাষায় সংখ্যা বর্ণ কতটি?



খ. ১১ টি

ঘ. ১৩ টি

•

১০। যুক্তবর্ণ কয় প্রকার?



খ. ৩

গ. ৪

ঘ. ৫











বাংলা দ্বিতীয় পত্ৰ



স্বরধ্বনি



10 MINUTE SCHOOL

উচ্চারণের সময়ে জিহ্বার উচ্চতা অনুযায়ী, জিহ্বার সম্মুখ-পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী এবং ঠোঁটের উক্তি অনুযায়ী স্বরধ্বনিকে ভাগ করা হয়।

নিচের ছকু থেকে স্বরধ্বনির এই উচ্চারণ-বিভাজন সম্পর্কে ধ্যারণা পাওয়া যাবে:

9-27-30°

জিভের উচ্চতা	জিভের অবছান		ান /	ঠাঁটের উন্মুক্তি	
↓	সমূখ	মধ্য	পশ্চাৎ	¥ [27]	
উচ্চ	₹		\$	সংবৃত	
উচ্চ-মধ্য	এ		છ	অর্ধ-সংবৃত	
নিম-মধ্য	অ্যা		অ	অৰ্ধ-বিবৃত	
নিম		আ		বিবৃত	



উচ্চারণের সময়ে জিহ্বা কতটা উপরে ওঠে বা কতটা নিচে নামে সেই অনুযায়ী স্বরপ্বনি চার ভাগে বিভক্ত:

র্ব্তচ্চ স্বরধ্বনি [ই], [উ];

উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি [এ], [ও]; বিশ্ন-মধ্য স্বরধ্বনি [অ্যা], [অ];

র্নিম্ন স্বরধ্বনি [আ]।

উচ্চ স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিহ্বা উপরে ওঠে; নিম্ন স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিহ্বা নিচে নামে।





জিহ্বার সম্মুখ-পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বমি তিন কাগে বিভক্ত: সম্মুখ স্বরধ্বনি [হা], [প্র], [ত্যা]; মধ্য স্বরধ্বনি (আ); পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (ত্যা), ত্রিড়ুড়। সম্মুখ স্বরধ্বনির বেলায় জিহ্বা সামনের দিকে উঁচু বা নিচু হয়; পশ্চাৎ স্বরধ্বনির বেলায় জিহ্বা পিছনের দিকে উঁচু বা নিচু হয়।

স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কতটুকু খোলা বা বন্ধ থাকে অর্থাৎ কী পরিমাণ উন্মুক্ত হয়, তার ভিত্তিতে স্বরধ্বনি চার ঝাগে বিভক্ত: সংবৃত [ই] [উ]; অর্ধ-সংবৃত: [এ] [ও]; অর্ধ-বিবৃত: [আা] [আ]; বিবৃত: [আা] সংবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কম খোলে; বিবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কম খোলে; বিবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট বেশি খোলে।





অনুনাসিক স্বরধ্বনি

মৌলিক স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময়ে বায়ু শুধু মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এ সময়ে কোমল তালু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। কিন্তু ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময়ে কোমল তালু খানিকটা নিচে নেমে গেলে কিছুটা বায়ু নাক দিয়েও বের হয়। এর ফলে ধ্বনিগুলো অনুনাসিক হয়ে যায়। স্বরধ্বনির এই অনুনাসিকতা বোঝাতে বাংলা স্বরবর্ণের উপরে চন্দ্রবিন্

মৌলিক স্বরধ্বনি: [ই], [এ], [অ্যা], [অ্যা], [অ], [এ], [উ]

অনুনাসিক স্বরধ্বনি [ৼী, [ध៉], [জাঁ], [জাঁ, [জাঁ, [ডাঁ, [ডাঁ,





অর্ধস্বরধ্বনি

যেসব স্বরধ্বনি পুরোপুরি উচ্চারিত হয় না সেগুলোকে অর্ধস্বরধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি চারটি: হি), ডি], ডি] র্বিং (ও)। স্বরধ্বনি উচ্চারণ করার সময়ে টেনে দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু অর্ধস্বরধ্বনিকে কোনোভাবেই দীর্ঘ করা যায় না। যেমন -

'চাই' শব্দে দুটি স্বরধ্বনি আছে: [ज়া] এবং [ই]। এখানে [আ] হলো পূর্ণ স্বরধ্বনি, [ই] হলো অধস্বরধ্বনি। একইভার্বে 'লাউ' শব্দে দুটি স্বরধ্বনি আছে: [আ] এবং [ই]। এখানে [আ] হলো পূর্ণ স্বরধ্বনি, [উ] হলো অর্ধস্বরম্বনি।





षिश्वति कि उक्ति कि विश्वति कि विष्वति कि विश्वति कि वि

পূর্ণ স্বরধ্বনি ও অ্ধস্বরধ্বনি একতে উচ্চারিত হলে দ্বিস্বরধ্বনি হয়। যেমন – 'লাউ' সব্দের [আ] পূর্ণ স্বরধ্বনি এবং [উ] অর্ধস্বরধ্বনি মিলে দ্বিস্বরধ্বনি [আউ] তৈরি হয়েছে। দ্বিস্বরধ্বনির কিছু উদাহরণ:

[আই]:(তাই) নাই [এই]:(সই, বেই [আও](যাও, নাও

বাংলা বর্ণমালায় দুটি দ্বিস্বরধ্বনির জন্য আলাদা বর্ণ নির্ধারিত আছে যথা: ঐ এবং ② ঐ-এর মধ্যে দুটি ধ্বনি আছে, একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি [ও] এবং একটি অর্ধস্বরধ্বনি [ই]। একইভাবে ঐ এর মধ্যে রয়েছে একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি [ও] এবং একটি অর্ধস্বরধ্বনি [উ]।





১. কোন উচ্চারণের সময় ঠোঁট বেশি খোলে?

ক. সংবৃত স্বরধ্বনি

গ. অনুনাসিক স্বরধ্বনি

খ. বিবৃত স্বরধ্বনি

অর্ধ- স্বরধ্বনি

২. কোন উচ্চারণের সময় ঠোঁট কম খোলে?

ক. সংবৃত স্বরধ্বনি

বিবৃত স্বরধ্বনি

গ. অনুনাসিক স্বরধ্বনি

ঘ. অর্ধ- স্বরধ্বনি





৩। কী উচ্চারণের সময় বায়ু শুধু মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে?



গ. অনুনাসিক স্বরধ্বনি ঘ. অর্ধ- স্বরধ্বনি

৪. যেসব স্বরধ্বনি পুরোপুরি উচ্চারিত হয় না তাকে কী বলে?

ক. স্বরধ্বনি

খ. স্পর্শপ্বনি



ঘ. ব্যঞ্জনধ্বনি





৫। পূর্ণস্বরধ্বনি ও <u>অর্ধ-স্বরধ্বনি</u> একত্রে উচ্চারিত হলে তাকে কী বলে?

ক.স্বরধ্বনি

戱 অর্ধ-স্বরধ্বনি



র্য়. ব্যঞ্জনধ্বনি

৬. বাংলা বর্ণমালায় কয়টি দ্বি-স্বরধ্বনির জন্য আলাদা বর্ণ নির্ধারিত আছে?



খ. ৩

গ. 8

ঘ. ৫







৭। জিহ্বার সম্মুখ পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনি কয়ভাগে বিভক্ত?

ক. ২

গ. ৪



ঘ ৫

৮। স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ঠোঁট উন্মুক্ত হবার দিক থেকে স্বরধ্বনি কয় প্রকার?

ক. ২

খ. ৩



ঘ. ৫





৯। নিচের কোনটি অর্ধ-সংবৃত এর উদাহরণ?



খ. আ

গ. অ্যা

ঘ. ও

১০। নিচের কোনটি নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনির উদাহরণ?

ক. এ

খ. আ



ঘ. ও













ব্যঞ্জনধ্বনি





ব্যঞ্জনধ্বনি

উচ্চারণের স্থান ও প্রকৃতি এবং ধ্বনির ক্রম্পন ও বার্মপ্রবাহ বিবেচনায় ব্যঞ্জনধ্বনিকে অন্তর্জ চার ধরনে ভাগ করা যায়:

১. উচ্চারণস্থান অনুযায়ী বিভাজন ২. উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভাজন ৩. ধ্বনির কম্পমাত্রা অনুযায়ী বিভাজন এবং ৪. ধ্বনি সৃষ্টিতে বায়ুর প্রবাহের মাত্রা অনুযায়ী বিভাজন।

ত. উচ্চারণস্থান অনুযায়ী বিভাজন

বাকপ্রত্যঙ্গের ঠিক যে জায়গায় বাধা পেয়ে ব্যঞ্জনধ্বনি সৃষ্টি করে সেই জায়গাটি হলো ঐ ব্যঞ্জনের উচ্চারণস্থান। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়: ১. প্রষ্ঠা ব্যঞ্জন, ১, দন্ত্য ব্যঞ্জন, ৬, দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন, ৪. মূর্ধন্য ব্যঞ্জন, ৫, তালব্য ব্যঞ্জন, ১, কণ্ঠা ব্যঞ্জন, ৭, কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন।





ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে কোন বান্দ্রত্যঙ্গের অংশগ্রহণ মুখ্য এবং কোন বাপ্রত্যঙ্গের অংশগ্রহণ গৌণ, নিচের সারণিতে তা দেখানো হলো:

श्त नि	মুখ্য বাক্প্ৰত্যক	গৌণ বাৰ্প্ৰত্যহ	
ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন	নিচের ঠোঁট	जिभारत्रत्र क्षांच भ २० व	U
দন্ত্য ব্যঞ্জন	জিভের ডগা	উপরের পাটির দাঁত 💚 25 বি	
দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন	জিভের ডগা	দন্তমূল	
মূর্ধন্য ব্যঞ্জন	জিভের ডগা	দন্তমূলের পিছনের উঁচু অংশ (মূর্ধা))
্ তাশব্য ব্য ঞ্জ ন	জিভের সামনের অংশ	শক্ত তাৰু	
কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন	জিভের পেছনের অংশ	নরম তাশু	
কণ্ঠনাশীয় ব্যঞ্জন	ধ্বনিদ্বারের দুটি পাল্লা	ধ্বনিদ্বার	





ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট দুটি কাছাকাছি এসে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন বলে। এগুলো দ্বি-ওষ্ঠ্য ধ্বনি নামেও পরিচিত। পাকা, ফল, বাবা, ভাই, মা প্রভৃতি শব্দের পি, ফি, বি, ডি, মি ১ষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

দন্ত্য ব্যঞ্জন

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিহ্বার ডগা উপরের পাটির দাঁতে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে দন্ত্য ব্যঞ্জন বলে। তাল, থালা, দাদা, ধান প্রভৃতি শব্দের তি, থ, দ, ধ দন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিহ্বার ডগা উপরের পাটির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন বলে। নানা, রাত, লাল, সালাম প্রভৃতি শব্দের ন, র, ল, স দন্ত্যমূলীয় ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।



মূর্ধন্য ব্যঞ্জন

দন্ত্যমূল এবং তালুর মাঝখানে যে উঁচু অংশ থাকে তার নাম মূর্ধা। যেসব ব্যঞ্জনপ্পনি উচ্চারণের সময়ে জিহ্বার ডগা মূর্ধার সঙ্গে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে মূর্ধন্য ব্যঞ্জন বলে। টাকা, ঠেলাগাড়ি, ডাকাত, ঢোল, গাড়ি, মূঢ় প্রভৃতি শব্দের ট, ঠ, ড, ঢ, ড়, ঢ় মূর্ধন্য ব্যঞ্জনপ্পনির উদাহরণ।

তালব্য ব্যঞ্জন

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিহ্বার ডগা খানিকটা প্রসারিত হয়ে শক্ত তালুর কাছে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে তালব্য ব্যঞ্জন বলে। চাচা, ছাগল, জাল, ঝড়, শসা প্রভৃতি শব্দের চ, ছ, জ, ঝ, শ তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।





কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিহ্বার পিছনের অংশ উঁচু হয়ে আলজিভের কাছাকাছি নরম তালুর কাছে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন বলে। কাকা, খালু, গাধা, ঘাস, কাঙাল প্রভৃতি শব্দের ক, খ, গ, ঘ, ঙ কণ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

কর্ণনালীয় ব্যঞ্জন

কর্ণনালীয় ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময়ে ধ্বনিদ্বার থেকে বায়ু কর্ণনালি হয়ে সরাসরি বের হয়ে আসে। হাতি শব্দের "হ" কর্ণনালীয় ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।





২. উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভাজন

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট, জিহ্বা, জিহ্বামূল ইত্যাদি বাকপ্রত্যঙ্গের আকৃতিগত পরিবর্তন হয়। এতে বায়ুপথে সৃষ্ট বাধার ধরন আলাদা হয়ে উচ্চারণের প্রকৃতি বদলে যায়।

উচ্চারণের এই প্রকৃতি অনুষায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিকে ক্যেকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

যথা: প্পৃষ্ট ব্যঞ্জন, পাসিক্য ব্যঞ্জন উষ্ম ব্যঞ্জন পার্শ্বিক ব্যঞ্জন কম্পিত ব্যঞ্জন, তাড়িত ব্যঞ্জন

ইত্যাদি





স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন) কি - সি - 2 হ

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে দুটি বাক্প্রত্যঙ্গ পরস্পরের সংস্থর্শে এসে বায়ুপথে বাধা তৈরি করে সেগুলোকে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন বলে। এগুলো স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনি নামেও পরিচিত। পথ, তল, টক, চর, কল শব্দের প ত, ট, চ, ক স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনি। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী এগুলোকে ওষ্ঠ স্পৃষ্ট, দন্ত স্পৃষ্ট, মূর্ধা স্পৃষ্ট, তালু স্পৃষ্ট এবং কণ্ঠ স্পৃষ্ট - এই পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা –

- ওষ্ট স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন: প, ফ, ব, ভ
- দন্ত স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন: ত, থ, দ, ধ,
- पूर्धा स्पृष्ट वाखनः है, ई, छ, ह
- তালু স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন: চ, ছ, জ, ঝ
- কণ্ঠ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন: ক, খ, গ, ঘ।





নাসিক্য ব্যঞ্জন

থৈসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে আসা বাতাস মুখের মধ্যে প্রথমে বাধা পায় এবং নাক ও মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, সেসব ধ্বনিকে নাসিক্য ব্যঞ্জন বলে। মা, নতুন, হাঙর প্রভৃতি শব্দের মি,নি,ও নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি।

উষ্ম ব্যঞ্জন

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে দুটি বাপ্রত্যঙ্গ কাছাকাছি এসে নিঃসৃত বায়ুতে ঘর্ষণ সৃষ্টি করে, সেগুলোকে উষ্ম ব্যঞ্জন বলে। সালাম, শসা, হুঙ্কার প্রভৃতি শব্দের স, শ, হ উষ্ম ধ্বনির উদাহরণ। উচ্চারণস্থান অনুসারে উষ্ম ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোকে দন্তমূলীয় (স), তালব্য (শ), এবং কণ্ঠনালীয় (হ) - এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলোর মধ্যে স এবং শ-কে আলাদাভাবে শিস ধ্বনিও বলা হয়ে থাকে। কারণ স, শ উচ্চারণে শ্বাস অনেকক্ষণ ধরে রাখা যায় এবং শিসের মতো আওয়াজ হয়।





পার্শ্বিক ব্যঞ্জন

যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিহ্বার ডগা দন্তমূল স্পর্শ করে এবং ফুসফুস থেকে আসা বাতাস জিহ্বার দুই পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়, তাকে পার্শ্বিক ব্যঞ্জন বলে। লাল শব্দটি পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

কম্পিত ব্যঞ্জন

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিহ্বা একাধিক বার অতি দ্রুত দন্তমূলকে আঘাত করে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, তাকে কম্পিত ব্যঞ্জন বলে। কর, ভার, হার প্রভৃতি শব্দ কম্পিত ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।





তাড়িত ব্যঞ্জন

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিহ্বার সামনের অংশ দন্তমূলের একটু উপরে অর্থাৎ মূর্ধায় টোকা দেওয়ার মতো করে একবার ছুঁয়ে যায়, তাকে তাড়িত ব্যঞ্জন বলে। বাড়ি, মৃঢ় প্রভৃতি শব্দের উ, চ চাড়িত ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।





ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে স্বরযন্ত্রের ধ্বনিদ্বারে বায়ুর কম্পুন কর্মবিশি হওমার ভিত্তির্ভে ব্যঞ্জনধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: ঘোষ ও অঘোষ।

ঘোষ ব্যঞ্জন 🍑 🎖 🗸 🌾

যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ধ্বনিদ্বারের কম্পন অপেক্ষাকৃত বেশি, সেসব ধ্বনিকে বলা হয় ঘোষধ্বনি। যথা: ক্র্নু, মৃ, দ, ধ্বু, নু, র, ল, ড, ঢ, ড়, ড়, জ, ঝ, গ, ঘ, ঙ।

অঘোষ ব্যঞ্জন 🗡 (১৮ 🐰 💇

যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ধ্বনিদ্বারের কম্পন অপেক্ষাকৃত কম, সেসব ধ্বনিকে বলা হয় অঘোষধ্বনি, যথা: প, ফ, ত, থ, স, ট, ঠ, চ, ছ, শ, ক, খ, হ।





৪. ধ্বনি সৃষ্টিতে বায়ুর প্রবাহ অনুযায়ী বিভাজন

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে বায়ুপ্রবাহের বেগ কমবেশি হওয়ার ভিঞ্জিত ব্যঞ্জনধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ।

প্রজ্লপ্রাণ ব্যঞ্জন

সেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম, সেগুলোকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি। যেমন - প, ব, ত, দ, স,ট, ড, ড, ড, চ, জ,শ, ক, গ ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন

সেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহ অপেক্ষাকৃত বেশি, সেগুলোকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি। যেমন - ফ, ত, থ, ধ, ঠ, ঢ, ঢ়, ছ, ঝ, খ, ঘ, হ ইত্যাদি।





১. ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় নিচের কোনটি মূখ্য বাক্প্রত্যঙ্গ হিসেবে কাজ করে?

ক. দাঁত

খ. জিহ্বা

গ. উপরের ঠোঁট







২. দন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় নিচের কোনটি গৌণ বাক্-প্রত্যঙ্গ হিসেবে কাজ করে?

েউপরের পাটির দাঁত

খ. জিহ্বার ডগা

গ. উপরের ঠোঁট

ঘ. নিচের ঠোঁট





৩. কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় নিচের কোনটি গৌণ বাক্-প্রত্যঙ্গ হিসেবে কাজ করে?

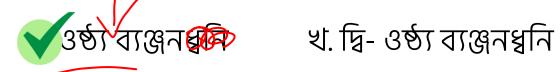
ক. উপরের পাটির দাঁত খ. ধ্বনিদ্বার

ধ্বনিদ্বারের দুইটি পাল্লা ঘ. নিচের ঠোঁট









গ. ত্রি- ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি ঘ. তালব্য ধ্বনি





৫। নিচের কোনটি দন্ত্যমূলীয় ব্যঞ্জন নয়?

ক. স

খ. র

গ. ল







৬। নিচের কোনটি দন্ত্য ব্যঞ্জন?

ক. স

খ. র

গ. ল







৭। হাতি শব্দের হ' কোন ধ্বনির উদাহরণ?

ক. ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি খ. দ্বি- ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি







৮। নিচের কোনটি তালু স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন?



খ. র

গ. ল

ঘ. দ





৯। কোন ব্যঞ্জন উচ্চারণে ধ্বনিদ্বারের কম্পন বেশি হয়?



খ অঘোষ

গ. উষ্ম

ঘ. পার্শ্বিক





১০। নিচের কোনটি পার্শ্বিক ব্যঞ্জন?

ক. জ

খ. র



ঘ্য. দ











বাংলা দ্বিতীয় পত্ৰ

বর্ণের উচ্চারণ





বাংলা ভাষায় ৩৭টি মূল ধ্বনিকে প্রকাশ করার জন্য রয়েছে ৫০টি মূল বর্ণ।

এর মধ্যে অধিকাংশ বর্ণের উচ্চারণ মূল ধ্বনির অনুরূপ। কয়েকটি বর্ণের একাধিক উচ্চারণ রয়েছে। আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে একাধিক বর্ণের উচ্চারণ অভিন্ন। ধ্বনিগুলো দিয়ে শব্দ তৈরি হওয়ার সময়ে পাশের ধ্বনির প্রভাবে বর্ণের উচ্চারণ অনেক সময়ে বদলে যায়।

এখানে বাংলা বর্ণের উচ্চারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো





স্বরবর্ণ

অ

বর্ণের উচ্চারণ দুই রকম: [অ] এবং [ও]। সাধারণ উচ্চারণ [অ], কিন্তু পাশের ধ্বনির প্রভাবে [অ] কখনো কখনো [ও]-এর মতো উচ্চারিত হয়। অ বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণ: অনেক [অনেক]., কথা [কথা], অনাথ [অনাথ]।

আ

বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণ [আ]: আকাশ আকাশ, রাত রাত, আলো [আলো]। [আ] -এর সঙ্গে থাকলে [অ্যা]-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন - জ্ঞান [গঁ্যান্]





호, ঈ

ধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা বোঝাতে দুটি বর্ণ রয়েছে ই এবং ঈ। কিন্তু বাংলা ভাষায় উভয় বর্ণের উচ্চারণ একই রকম: দিন [দিন্], দীন (দিনো], বীণা [বিনা]

ਫੋ, ਢੋ

ধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা বোঝাতে দুটি বর্ণ রয়েছে: উ এবং উ। কিন্তু বাংলা ভাষায় উভয় বর্ণের উচ্চারণ একই রকম: উচিত [উচিত], উনিশ [উনিশ্]





쌂

ঋ বর্ণের উচ্চারণ রি-এর মতো: ঋতু-রিতু, ঋণ-রিন, কৃষক-ক্রিশক, দৃশ্য।

9

এ বর্ণের উচ্চারণ দুই রকম: [এ] এবং [অ্যা]। সাধারণ উচ্চারণ এ, কিন্তু পাশের ধ্বনির প্রভাবে এ কখনো কখনো [অ্যা] উচ্চারিত হয়।

এ বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণ: একটি (একটি), দেশ [দেশ], এলো [এলো]।





9

ঐ বর্ণ উচ্চারণ - ঐকিক [ওইকিক]

ઉ

ও বর্ণের উচ্চারণ - ওল [ওল্]

3

ঔ বর্ণের উচ্চারণ - ঔষধ [ওউ্শধ্]





ব্যঞ্জনবর্ণ

ব্যঞ্জনবর্ণগুলো সাধারণত নিজ নিজ ধ্বনি অনুযায়ী উচ্চারিত হয়। যেমন - কলা, খর, বল, নাচ শব্দের ক, ব, ন ইত্যাদি বর্ণের উচ্চারণ যথাক্রমে (ক), (খ), (ব), (ন) ইত্যাদি। তবে কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ নিজ নিজ ধ্বনি থেকে আলাদা। এ ধরনের কয়েকটি বর্ণের উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

\$

এ বর্ণের নিজ কোনো ধ্বনি নেই। যন্ত্র ব্যবহারে আঁ-এর মতো আর সংযুক্ত ব্যঞ্জনে নি-এর মতো উচ্চারিত হয়: মিঞা [মিয়া], গঞ্জ [গনুজো]।





4

ণ বর্ণের উচ্চারণ : কণা [কনা], বাণী [বানি]

ব

শব্দের প্রথমে ব-ফলা যুক্ত হলে উচ্চারণে শুধু সে বর্ণের উপর অতিরিক্ত ঝোঁক পড়ে। যেমন—ক্বচিৎ (কোচিৎ), দ্বিত্ব (দিত্তো), শ্বাস (শাশ্), স্বজন (শজোন), দ্বন্দ্ব (দন্দো)। শব্দের মধ্যে বা শেষে ব-ফলা যুক্ত হলে যুক্ত ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যেমন—বিশ্বাস (বিশ্শাশ্), পক্ব (পক্কো), অশ্ব (অশ্শো)। সন্ধিজাত শব্দে যুক্ত ব-ফলায় ব-এর উচ্চারণ বজায় থাকে। যেমন— দিগ্বিজয় (দিগ্বিজয়), দিগ্বলয় (দিগ্বলয়)।





ਸ਼

ম বর্ণের সাধারণ উচ্চারণ [ম]। শব্দের প্রথম বর্ণে ম-ফলা থাকলে সেই বর্ণ উচ্চারণের সময়ে ম-এর উচ্চারণ। [আঁ]-এর মতো হয়, যেমন - শ্মশান (শশান্]। শব্দের মধ্যে ম-ফলা থাকলে সেই বর্ণ উচ্চারণে দ্বিত্ব হয় এবং সামান্য অনুনাসিক হয়, যেমন - আত্মীয় (আত্তিও], পদ্ম (পদ্দো]। কিছু ক্ষেত্রে ম-ফলায় এর উচ্চারণ বজায় থাকে, যেমন - জন্ম [জন্ মো], গুল্ম [গুল্মো]।

য

য বর্ণের উচ্চারণ জী: যদি [জোদি], যিনি [জীনি], সূর্য [শুর্জো]। তবে য-ফলা থাকলে ঘরের উচ্চারণে পরিবর্তন হয়, যেমন - যেমন - ব্যতীত [বেতিতো]। শব্দের মাঝখানে বা শেষে য-ফলা বর্ণের সঙ্গে যুক্ত থাকলে ঐ বর্ণের উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়, যেমন – উদ্যম [উদ্দম], গদ্য [গদ্ দো]।





র

র বর্ণের উচ্চারণ [র]। তবে র-ফলা হিসেবে এর উচ্চারণে বৈচিত্র্য আছে। শব্দের মধ্যে বা শেষে কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে র-ফলা থাকলে দ্বিত্বসহ র-ফলা উচ্চারিত হয়, যেমন – মাত্র [মাত্রো], বিদ্রোহ [বিদ্রোহো], যাত্রী [জাত্রি]। কিন্তু শব্দের মধ্যে বা শেষে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে র-ফলা যুক্ত হলে দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না, যেমন - কেন্দ্র [কেন্দ্রো]

শ, ষ, স

শ কখনো [শ]-এর মতো উচ্চারিত হয়, কখনো [স]-এর মতো উচ্চারিত হয়। স কখনো [শ]-এর মতো উচ্চারিত হয়। স কখনো [শ]-এর মতো উচ্চারিত হয়। স্ব বর্ণের উচ্চারণ সব সময়েই [শ]।

- শ বর্ণের [শ] উচ্চারণ: শত [শতো]
- শ বর্ণের [স] উচ্চারণ: শ্রমিক [স্রোমিক]
- ষ বর্ণের [শ] উচ্চারণ: ভাষা [ভাশা]
- স বর্ণের [শ] উচ্চারণ: সাধারণ [শাধারোন্]
- म वर्त्त [म] উচ্চারণ: मालाप्त [मालाप्त]।





১. ব-ফলার উচ্চারণ নেই কোন শব্দে?

ক. অশ্ব

খ. পক্ব

গ. বিশ্বাস







২। বাংলা ভাষায় ৩৭টি মূল ধ্বনিকে প্রকাশ করার জন্য রয়েছে কতটি মূল বর্ণ?



খ. ১১টি

ঘ. ৪০টি

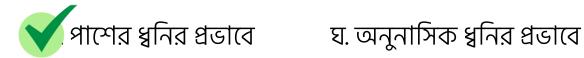




৩। ধ্বনিগুলো দিয়ে শব্দ তৈরি হওয়ার সময়ে কখন বর্ণের উচ্চারণ অনেকসময়ে বদলে যায়?

ক. যুক্তবৰ্ণ থাকলে

খ. পাশাপাশি দুইটি স্বরবর্ণ আসলে







৪। 'পক্ষ' শব্দটি উচ্চারণের সময় 'অ' বর্ণের উচ্চারণ কীসের মতো হয়েছে?

ক. 'ও' এর মতো



গ. 'উ' এর মতো

ঘ. 'অ্যা' এর মতো





৫। নিচের কোনটি 'জ্ঞাপন' শব্দের সঠিক উচ্চারণ?

[গ্রাপোন্]

খ. [গ্যাপোন]

न. [नँग्रासान]

ঘ. [গ্যাপোন]





৬। নিচের কোনটি 'আত্মীয়' শব্দের সঠিক উচ্চারণ?

ক. [আত্তিও]



গ. [আততিও]

ঘ. [আর্তিও]





৭। নিচের কোন বর্ণের নিজস্ব কোনো ধ্বনি নেই?

ক. এ

খ. ও



ਬ. ਸ





৮। কখন শব্দের আদিতে ব-ফলার উচ্চারণ হয় না?



ক. শব্দের আদিতে ব ফলা থাকলে খ. শব্দের শেষে ব ফলা থাকলে

গ. শব্দের মাঝে ব ফলা থাকলে

ঘ. ব ফলার আগে স্বরবর্ণ থাকলে





৯। ম-এর উচ্চারণ কখন [অঁ]-এর মতো হয়?

শব্দের আদিতে ম ফলা থাকলে খ. শব্দের শেষে ম ফলা থাকলে

গ. শব্দের মাঝে ম ফলা থাকলে

ঘ. ম ফলার আগে স্বরবর্ণ থাকলে





১০। শব্দের মাঝখানে বা শেষে য-ফলা বর্ণেরসঙ্গে যুক্ত থাকলে ঐ বর্ণের উচ্চারণ কেমন হয়?

ক. উচ্চারণ উহ্য থাকে

খ. অনুচ্চারিত থাকে

গ. অনুনাসিক হয়





